খেয়া

বালিগঞ্জ জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশন

S/73377 under WB Act XXVI of 1961

e-mail : jbi.alumni.1914@gmail.com
Website : www.jagadbandhualumni.com
Facebook : www.facebook.com/jbialumni
Blog : http://jagadbandhualumni.com/wordpress/

সভাপতি সুধীরঞ্জন সেনগুপ্ত '৬৬
সাধারণ সম্পাদক সৌভিক কুমার ঘোষ '৯০
পত্রিকা সম্পাদক সুকমল ঘোষ '৬৯

RNI No.WBBEN/2010/32438•Regd.No.:KOL RMS/426/2017-2019

• Vol 06 • Issue 6 • 15 June 2018 • Price Rs. 2.00 •

সম্পাদকীয়

গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহে মনুষ্যকুলও বটেই এমনকি নিরীহ জীবজন্তুরাও অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল সেই সময় চঞ্চলা বর্ষা, নূপুর বাজিয়ে আমাদের দরজায় হাজির। বর্ষা যেমন কবিগুরুর প্রিয় ঋতু তেমনি আমাদেরও অনেকেরই প্রিয় ঋতু বর্ষা।

বর্ষার ঠিক প্রাক্কালেই প্রকাশিত হয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল। এবারকার মাধ্যমিক পরীক্ষায় বিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ নম্বর উঠেছে ৬৫৭ স্টার পেয়েছে ১৮ জন প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণের সংখ্যা ৫৮, দ্বিতীয় বিভাগে ৫১ এবং তৃতীয় বিভাগে ৬১ জন। উচ্চমাধ্যমিকে বিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নম্বর ৪৪৪ (বাণিজ্য), ৪৩৮ (বিজ্ঞান), ৪৩৫ (বাণিজ্য) ৮০ শতাংশের ওপর নম্বর পেয়েছেন ৯ জন, এর মধ্যে ৫ জন বাণিজ্যের আর ৪ জন বিজ্ঞানের। ৬০ শতাংশের ওপর নম্বর পেয়েছে বাণিজ্য বিভাগের ৭৬ জন ছাত্র।

বিদ্যালয়ে এর পরই শুরু হয়ে যাবে কৃতী ছাত্র সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের। এবারের 'খেয়া'য় 'বাবা মা ও শিশু' শীর্ষক একটি রচনা লিখেছেন বিদ্যালয়ের প্রাক্তনী বিশিষ্ট মনোবিদ ডঃ অমিত চক্রবর্তী। এই ধরনের রচনা আজকের দিনের পক্ষে কতখানি জরুরি, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

বিশ্বকাপের সূচনা হতে চলেছে তাই বিশ্বকাপ নিয়ে একটি রচনাও প্রকাশিত হল।

আশা করি এবারকার বিশ্বকাপ যথার্থ উপভোগ্য হবে এবং নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হবে।

পায়ে পায়ে বিশ্বকাপ

সন্দীপ চক্রবর্তী ১৯৯২

এ বিশ্বের ক্রীড়া প্রতিযোগিতাগুলির মধ্যে অন্যতম সেরা হল ফিফা আয়োজিত বিশ্বকাপ ফুটবল। ফিফার সদস্য ২০০র ওপর টিম নিয়ে দুবছরেরও বেশি সময় ধরে কোয়ালিফাইং রাউন্ডের পর ৩২টি দেশ অবতীর্ণ হচ্ছে শ্রেষ্ঠত্বের যুদ্ধে। এবারের আসর রাশিয়াতে ১৪ জুন থেকে ১৫জুলাই। সারা পৃথিবীর ফুটবলপ্রেমীদের জন্য এ এক অনাবিল আনন্দ ও উত্তেজনার মাস। ১৯৩০ সালে শুরু হওয়া এই প্রতিযোগিতা ঘটনার ঘনঘটায় ভরা। তার কিছু রসাস্বাদন করার জন্যই এই লেখা।

যুদ্ধ থামানো ম্যাচ ঃ ৮ই অক্টোবর, ২০০৫, সুদান এর আল-মেরিখ স্টেডিয়াম-এ মুখোমুখি আইভরি কোস্ট ও সুদান। জিতলেই আইভরি কোস্ট পৌঁছে যাবে মূলপর্বে, তাদের দেশের ইতিহাসে এই প্রথম বার। এদিকে দেশে জ্বলছে গৃহযুদ্ধের আগুন, হাজার হাজার মৃত। সামনে নির্বাচন, আরো রক্তক্ষয়ী প্রহর অপেক্ষমান। এই পরিস্থিতিতে শুরু হল খেলা। সারা দেশের বিবদমন সব গোষ্ঠীর মানুষের চোখ, কান, মন নিবদ্ধ টিভি, রেডিওতে। সারা মাঠ দাপিয়ে বেড়ালো দিদিয়ের দ্রোগবা সহ ১১ জন আইভরিয়ান। দেশের মাটিতে সুদান হেরে গেল ১-৩। আইভরি কোস্ট পেয়ে গেল পরের বছর জার্মানি যাবার ছাড়পত্র। খেলা শেষ ড্রেসিং রুমে ক্যামেরার সামনে নতজানু হয়ে বসল পুরো দল, ক্যাপ্টেন মাইক্রোফোন তুলে দিলেন সবার প্রিয় দ্রোগবার হাত। চোখে আনন্দাশ্রু নিয়ে সারা দেশের কাছে বিনীত প্রার্থনা করলেন তিনি, শান্তির জন্য। বললেন যে, সারা দেশের সব গোষ্ঠীর খেলোয়াড়রা এক হয়ে যদি বিশ্বকাপ কোয়ালিফাই করতে পারে, তবে সবাই এক হয়ে শান্তিতে নির্বাচনও সম্ভব। এমন এক যাদু ছিল সেই আবেদনে যে সত্যিই হিংসা বন্ধ হল, নির্বাচন হল অভাবনীয়ভাবে শান্তিপূর্ণ। এইভাবে এক ফুটবল ম্যাচ বদলে দিয়েছিল দেশের ইতিহাস। এ অধ্যায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা ইতিহাসে।

ফুটবল যেমন যুদ্ধ থামায়, তেমন যুদ্ধ লাগাবার ও ক্ষমতা রাখে। যেমনটা হয়েছিল ১৯৬৯ এর জুন মাসে সেন্ট্রাল আমেরিকার কোয়ালিফাইং ম্যাচে। হণ্ডুরাস ও এল সালভাদোর এর মধ্যে সম্পর্ক আগে থেকেই তলানিতে ঠেলেছিল, বহু সালভাদোরিয়ান মাইগ্রেন্ট কর্মী বিতাড়িত হয়েছিল হণ্ডুরাস থেকে। এর মধ্যে এলো এই বেস্ট অফ থ্রি কোয়ালিফাইং গেমস। প্রথম ম্যাচ ৮ জুন ১৯৬৯। রাত্রিজাগা ক্লান্ত সালভাদোর টিম পরদিন হেলে গেল শেষ মুহূর্তে খাওয়া একমাত্র গোলে। ক্রোধ ও শোকে মুহ্যমান সারা দেশ। এর হার মেনে নিতে না পেরে আত্মহত্যা করল অষ্টাদশী সালভাদোরিয়ান মেয়ে এলিমিয়া বোলানোস। ক্রোধের আগুনে ঘৃতাহুতি দিল এই ঘটনা। একহপ্তা বাদে ফিরতি ম্যাচ, এল সালভাদোর এর রাজধানী গান সালভাদোর এর ফ্লোর-ব্লাংকা ন্যাশনাল স্টেডিয়াম এ। সফররত হণ্ডুরাস টিমকে ক্রুদ্ধ সালভাদোরিয়ান সাপোর্টসরা অভ্যর্থনা জানালো ইঁট, পচা ডিম ও মরা ইঁদুর ছুঁড়ে। সাঁজোয়াগাড়ি পাহারা দিয়ে নিয়ে গেল তাদের স্টেডিয়াম এ। বেধড়ক মার খেলো ভিজিটিং সার্পোটাররা। পুড়ল হণ্ডুরাসএর জাতীয় পতাকা। দর্শকরা স্টেডিয়মে এলো শহীদ হওয়া অষ্টাদশী এমিলিয়ার ছবি নিয়ে। অগ্নিগর্ভ ম্যাচে এল সালভদোর ঘরের মাঠে বদলা নিয়ে হণ্ডুরাসকে ৩-০ গোলে হারিয়ে দিল।

(... চলবে পরের সংখ্যায়)

বাবা-মা ও শিশু

ড. অমিত চক্রবর্তী '৬৯

(লেখক প্রখ্যাত মনোবিদ। বিভিন্ন সময়ে দূরদর্শন ও বেতারের ডিরেক্টর পদে আসীন। বিজ্ঞানচর্চাকে জনপ্রিয় করার জন্য জাতীয় পুরস্কার প্রাপক। অসংখ্য বইয়ের প্রণেতা। তারা চ্যানেলে 'লাইভ মন নিয়ে' ওঁনার সর্বজনপ্রিয় টিভি শো। অবশ্যই আমাদের প্রাক্তনী)

ঐ ছেলেটা বদরাগী, রাগলে মাথার ঠিক থাকে না, মুখখারাপ করে, ভাঙচুর করে; এই মেয়েটা ঘরকুনো, মায়ের আঁচল-ধরা, কারোর সঙ্গে মিশতে চায় না; ঐ ছেলেটা দুরন্ত, সবসময় ছটফট করে যেন কেউ ওর শরীরে স্প্রিং লাগিয়ে দিয়েছে; এই মেয়েটা জেদি, কারোর কথা শোনে না, যেটা চায় সেটা না পেলে সবাইকে ব্যতিব্যস্ত করে; ঐ ছেলেটা খালি মিথ্যে কথা বলে, না ব'লে অন্যের জিনিস হাতিয়ে নেয়; আর এই মেয়েটার পড়াশুনোয় মন নেই, দিনরাত্তির পুতুল খেলে আর কল্পনার জগতে ঘুরে বেড়ায় —এমনি সব ব্যতিক্রমী আচরণ দেখতে পাওয়া যায় শিশু-কিশোরদের অনেকের মধ্যেই। এগুলিকে বলা যায় মানসিক উপসর্গ এবং এইসব উপসর্গের জন্য প্রধানত শিশুটির বাবা-মাকেই যদি দায়ী করা যায় তবে তাতে খুব ভুল হবে না। বাবা-মার অসঙ্গত চাহিদা এবং আচরণ অনেক সময়েই শিশুর সুস্থভাবে বেড়ে ওঠার পক্ষে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। শিশুর সমস্যা দূর করতে শিশুর চেয়েও তার বাবা-মায়ের চিকিৎসা বেশি জরুরি বলে মনে হয়। এবং বাবা-মায়ের বড়ো অংশই সেটা মানতে চান না বলে হাজার চেষ্টাতেও শিশুটির আচরণের সংশোধিত করা হয় না।

নানা ধরনের অপরাধী ও মানসিক রোগীদের অতীত ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায় — এদের অনেকেরই শৈশব কেটেছে পরস্পরবিরোধী বাবা-মায়ের সান্নিধ্যে...

শিশুর মানসিক বিকাশে মা-বাবার আচরণের ভূমিকা যে কেন সবচেয়ে বড়ো তা বুঝতে অসুবিধে হবার কথা নয়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর জীবনে নতুন সঙ্গী আসে। কিণ্ডারগার্টেন থেকে স্বাভাবিক স্কুলে যাবার ফলে শিক্ষক-শিক্ষিকা আর বন্ধুদের মুখবদল হয়, বাড়ি পাল্টানোর সঙ্গে সঙ্গে নতুন প্রতিবেশীর সঙ্গে হৃদ্যতা জমে — কিন্তু বাবা-মা আর পরিবারের ঘনিষ্ঠ সদস্যরা কখনই পাল্টায় না। শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনে পরিবার, বিশেষ করে, বাবা-মায়ের প্রভাব তাই এত বেশি।

এখনকার যুগেও বাবাদের মধ্যে অনেকেরই ধারণা — শিশু পালনের ব্যাপারে যা কিছু দায়দায়িত্ব তা সব মায়েরই। সন্ধেবেলা মা যখন রান্নার ফাঁকে ফাঁকে এসে শিশুকে সঙ্গ দিচ্ছেন, তাকে দুধ খাওয়াচ্ছেন, বাবা তখন অফিস ক্লাবে নাটকের রিহার্সাল দিচ্ছেন অথবা চায়ের টেবিলে রাজা-উজির মারছেন! অনেক স্ত্রী আবার স্বামীকে ঘরকন্না অথবা শিশুকে সামলানোর কাজে সাহায্য করতে দেন না। তাঁরা ভাবেন, এ ধরনের অনুরোধে স্বামীর পৌরুষে হয়তো আঘাত লাগবে। অথচ শিশুর সঙ্গে বাবা-মায়ের আত্মিক বন্ধন মজবুত করতে হলে শিশুর কাজে দুজনকেই সমানভাবে হাত লাগাতে হয়। যে বাড়ির কর্তা নিজেকে পরিবারের অন্য সকলের প্রভু বলে ভাবেন — অথবা কর্ত্রী মনে করেন, তাঁর কথার ওপর কথা বলার অধিকার অন্য কারোর নেই — সে পরিবারের ছেলেমেয়েদের মানুষ হয়ে ওঠা রীতিমতো দুষ্কর।

যেসব বাড়িতে বাবা-মায়ের মধ্যে মতের মিল নেই, কথায় কথায় নিজেদের মধ্যে যারা ঝগড়া বাঁধান, শিশুকে পরস্পরবিরোধী উপদেশ দেন — সেসব পরিবারের ছেলেমেয়েদের অবস্থাটা একবার ভাবুন। সে বেচারা ঠিকই করতে পারছে না — কার কথা শুনবে। একজনের কথা শুনতে গিয়ে অন্যকে হারানোর ভয়ে এরা শঙ্কিত হয়ে থাকে সবসময়। কোন কাজটা উচিত আর কোনটা অনুচিত — বেচারা কিছুতেই তা বুঝে উঠতে পারে না। স্বভাবতই এদের মধ্যে বয়সের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যুক্তি-বুদ্ধির বিকাশ ঘটে না, স্বনির্ভরতা আসে না। নানা ধরনের অপরাধী ও মানসিক রোগীদের অতীত ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায় — এদের অনেকেরই শৈশব কেটেছে পরস্পরবিরোধী বাবা-মায়ের সান্নিধ্যে।

ছ'আট মাস বয়সে শিশুদের মধ্যে বাবার প্রতি একটা বাড়তি আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায়। আস্তে আস্তে বুকের দুধ ছাড়ার সময় হচ্ছে — শিশু আর আগের মতন মায়ের সান্নিধ্য পায় না। এইসময় বাবার পুরুষালী ভাব, ভারী কণ্ঠস্বর শিশুকে আকর্ষণ করতে পারে। এতে যদি মায়ের মন ক্ষুণ্ণ হয়, তাঁর সম্পদে স্বামী ভাগ বসাচ্ছেন — এমন একটা দুর্ভাবনা যদি তার অবচেতন মনে ঠাঁই নেয় — তবেই বিপদ! মা যদি শিশুটি সম্পর্কে হঠাৎ খানিকটা উদাসীন হয়ে পড়েন অথবা শিশুকে বেশি করে আঁকড়ে ধরা, মানে আগলে রাখার মনোভাব যদি তাঁর মধ্যে দেখা দেয় —তবে তা শিশুর মনের বিকাশকে ব্যাহত করবে।

অনেক বাবা-মা শিশুর ওপর সবসময় কর্তৃত্ব করতে ভালোবাসেন। পদে পদে তাকে বাধা দেন, তার হাবভাব কাজকর্মের সমালোচনা করেন। তাঁদের ধারণা, শিশুকে কড়া শাসনে না রাখলে সে বয়ে যাবে। বাবা-মায়ের এই ধরনের আচরণে শিশুর মধ্যে হীনমন্যতা দেখা দেয়। পরবর্তীকালে সে অতিমাত্রায় লাজুক অথবা পরনির্ভরশীল হয়ে পড়তে পারে। কখনো কখনো আবার এই ধরনের শিশুরা বাবা-মায়ের প্রতি বিতৃষ্ণায় রীতিমতো বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তখন, যা এদের বলা হয় তার ঠিক উল্টোটাই করে এরা। স্বাধীনতায় অযথা হস্তক্ষেপ, স্বাতন্ত্র্যবোধে ধাক্কাটা অধিকাংশ শিশুই সহজভাবে মেনে নেয় না।

শিশুদের কাছে খুব বেশি ভালোমানুষ হয়েও লাভ নেই। আবদার করলে সব কিছু পাওয়া যায় — এমন একটা ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে শিশু বড় হলে চারপাশের পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে সে অপারগ হয়ে পড়ে। একটু বড়ো হয়ে চাহিদামতো জিনিসগুলো যখন সে আর পায় না — তা সে নিজের অথবা বাবা-মায়ের অক্ষমতা যে কারণেই হোক — তখন তার আক্রোশটা গিয়ে বাবা-মায়ের ওপর পড়াটাও বিচিত্র নয়।

যেসব বাড়িতে বাবা-মা দুজনেই চাকরি করতে বাইরে বেরোন — সে সব বাড়ির ছেলেমেয়েরা প্রায়শই নিঃসঙ্গতায় ভোগে। বাড়িতে শিশুকে সঙ্গ দেবার মতন উপযুক্ত মানুষ, তা সে ঠাকুমা-দিদিমাই হোক অথবা সহানুভূতিশীল পরিচারিকা হোক, যদি না থাকে তবে মা কিংবা বাবার মধ্যে একজনের বাড়িতে থাকাটা দরকার। বছর তিনেক বয়সের পর শিশুকে নার্সারিতে অথবা দায়িত্বসম্পন্ন বয়স্ক মানুষের কাছে রেখে বাবা-মা দুজনেই কাজে বেরোতে পারেন। যেসব বাড়িতে দুধের বাচ্চা রয়েছে সেসব বাড়ির মা'কে যদি কাজে বেরোতেই হয় তবে তা পার্ট টাইম কাজ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। বাড়তি কিছু টাকা রোজগার করতে গিয়ে শিশুকে অসহায় অবস্থায় ফেলে রাখাটা মনস্তত্ত্ববিদরা অন্তত সমর্থন করবেন না।

অনেকটা খিদে একটু গরম ভাত

শান্তনু চ্যাটার্জি ১৯৮৩

"নীলমণি তোর কাজে মোটে মন নেই
বাসনগুলোকে ভালো করে চেপে মাজ"
বৌদির ডাকে চমক ভাঙল যেই
মনে পড়ে গেল পড়ে আছে কত কাজ -

নীলমণি খুব তাড়াতাড়ি কাজ সারে
দশটা বাড়ির ঠিকে কাজ তার হাতে
এঁটো বাসনেও চিকেন গন্ধ ছাড়ে
যদিও চিকেন পড়ে না নিজের পাতে

"নীলমণি তোর ভাল্লাগছে না আজ?
ছেড়ে দে না তবে, থাকগে বাসন পড়ে
রোজই তো করিস, বাদ দে আজকে কাজ
আমি করে নেব, তুই বসে থাক ঘরে"

"ছেলেমেয়ে নিয়ে কাছেপিঠে ঘুরে আয়
খিদে পেলে ওরা যা খেতে চাইবে দিস
চাইনিজ নয় বিরিয়ানি মোগলাই
ফেরার সময় হোটেলেই খেয়ে নিস"

নীলমণি কাল সারারাত জেগেছিল
ছোট ছেলেটার হাঁপ উঠেছিল খুব
একহাতে তার বুকের পাঁজর চেপে
আধোঘুমে যেন স্বপ্নে দিয়েছে ডুব।

স্বপ্নে শুনেছে উপরের কথাগুলো
স্বপ্নে পেয়েছে গর্বের অনুভব
স্বপ্নে যখন চিলি-চিকেনটা ছুঁলো
পোষা মুরগিটা করে ওঠে কলরব

মণি উঠে পড়ে মুরগি অ্যালার্ম শুনে
চোখে লেগে থাকে ঘুম ও স্বপ্ন ঘোর
ছোটো ছেলেটার হাঁপরের ডাক শুনে
বুঝতে পারে না উনপাঁজুরের জোর।

এখনও বুকটা উঠছে নামছে ওই
এ ওঠানামায় মানুষের নেই হাত
দিয়েছেন যিনি রাখবেন নিশ্চয়ই
অনেকটা খিদে একটু গরম ভাত -

খেয়া-র মসৃণ পথচলার
শুভ কামনায়
অমিতাভ সরকার '৮৭

'খেয়া' জগদ্বন্ধু অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশনের মুখপত্র। মাসিক খেয়া এবং পুনর্মিলন উৎসবে প্রকাশিত বার্ষিক খেয়া সকলের আপন পত্রিকা হয়ে উঠুক সকলের অংশগ্রহণে - এই কামনা করি।

সুধীরঞ্জন সেনগুপ্ত '৬৬

আমাদের অ্যালমনির মুখপত্র 'খেয়া'। পূর্ণত আমাদের নিজেদের কাগজ। মনে হল, সামান্য একটা বিজ্ঞাপন দিয়েও যদি একে কিছুটা আর্থিক সহায়তা দেওয়া যায়। আসুন, আমাদের পত্রিকাকে বাঁচিয়ে রাখতে সকলে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিই।

- প্রতীপ মুখোপাধ্যায় '৮৫

সৌজন্য
নিখরচায়
এপ্রিল
মে-র পর
জুন
সংখ্যার
খেয়া মুদ্রণ

প্রিন্ট গ্যালারি
প্রেস
যাবতীয় ছাপার কাজের জন্য আসুন
(বিল, চালান থেকে বই ব্রোশার)
অত্যন্ত ন্যায্য মূল্যে।
১৮৯এফ /২ কসবা রোড, কলকাতা ৪২
ফোন ৮৯৮১৭৫২১০০
কসবা রথতলা মিনিবাস স্ট্যান্ডের বিপরীতে

যার খাবার খেলেই মন ভালো হয়ে যায়
গুণ ক্যাটারার
৪২/৪৩ ইষ্ট রোড পার্ক, কলকাতা – ৩৯
০৩৩ ২৩৪৩ ৯৬৮৮
৯৮৩১০০১১০৯ / ৭০০৩৬৬৮৯৬৩

মহাকাব্যের আকর হতে

মহাকাব্যে মামা-ভাগ্নে

(পূর্ব প্রকাশিতের পরবর্তী)

যেখানে উগ্রসেন, দেবকী ও বসুদেবকে একদম খতম করে ফেললেই কংসের পথের কাঁটা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হত, তখন কেন তিনি এমনটা করলেন না, সেটা অবশ্য একটা প্রশ্ন থেকেই গেল। তবু এই অংশে যুক্তির জাল বেহালে মনে হয়, কংসকেও বাকি গোষ্ঠীদের ক্যাবিনেট বসিয়ে বেশ প্যাঁচালো একটা বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমেই শাস্তি নির্ধারক করতে হত; না হলে মূল মহাভারতে পাণ্ডবরা যেখানে বার বার ডাইরেক্ট conflict-এ জড়িয়ে পড়ছে কৌরবদের ষড়যন্ত্র, (একবার দুর্যোধনদের conspiracy-তে পাণ্ডবদের কারারুদ্ধ করার কথা মাথায় আসেনি)। বারণাবতে বদ্ধ করে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু কয়েদ করে মজা দেখানোর কথাটা কারো মাথাতেও আসেনি!) সেখানে তিনজন জীবিত শত্রুকে দীর্ঘদিন হাজতে পুষতে হয়েছিল কংসকে। তার মানে, জেলে থেকেও উগ্রসেন কিম্বা দেবকী-বাসুদেবরা বেশ প্রভাবশালী ছিলেন!

এমনকী গোকুলে কখনো সেনাবাহিনী পাঠিয়ে সরাসরি কংস। কংসকে নিজের গদি secured করতেই কৃষ্ণের মতো ভাগ্নেকে শত্রু বলে ভাববেন, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। আশ্চর্যের হল, তিনি রাজা হয়েও রাষ্ট্রিয় ক্ষমতার সজোর প্রয়োগ কখনো গোকুলে করতে পারলেন না। তাঁর রাক্ষস খোক্কসরা বারবার বেশ চুপিসারে গেরিলা জঙ্গী হামলার মতো হানা দিল। এখানেও কী তাহলে গোকুলপতি নন্দরায়-এর প্রভাবশালী তকমাই কাজ করল?

সব শেষে, কৃষ্ণ যখন মথুরায় এলেন, তখন বাসুদেব-দেবকীকে হত্যা করবেন — এমন থ্রেট দেওয়ার পরই মল্লভূমিতে কংসকে ফেলে হত্যা করেন কৃষ্ণ। অর্থাৎ কৃষ্ণ-কংসের মামা-ভাগ্নে সম্পর্কের বীজেই সিংহাসনের অস্তিত্বদূষণের একটা ছাপ লেগে গিয়েছিল শুরুতেই। (ক্রমশ)

অঙ্কন মিত্র (২০০২) e-mail : ekomitter@gmail.com

শিক্ষকতার ২৫ বছর
সৌভিক স্যার
(জগদ্বন্ধু প্রাক্তনী)
একাদশ দ্বাদশে
বাংলা, ইংরেজি, ইতিহাস,রাষ্ট্রবিজ্ঞান,
এডুকেশন এবং
স্নাতক স্তরে
বাংলা, ইংরেজি, ইতিহাস,
এডুকেশন, সাইকোলজি।
এছাড়াও স্পেশাল ক্লাস
ইংরেজি আর বাংলা
যোগাযোগ ঃ
৯৪৩৩৭৫০০৬৭/৮৯৬১৪৬৭৭৮৩

PIXEL PERFECT
LAPTOP REPAIRING
@Rs.700 onwards
DESKTOP REPAIRING
@Rs.300 onwards
Bring your system for any of the following problems....
- System on but no display
- System Dead
- System on but not booting
- System Freeze
- Improper Restart
- Improper Shutdown
- Display Problem
- Coloured Display
- Wide Screen
- System not running on adapter
- System not running on battery
- Battery Charging and Discharging problem…

call: 9830805688

DREAM RUN
RENT-A-CAR SERVICE
বিয়ে বা যে কোনো অনুষ্ঠানে অথবা
যে কোনো প্রয়োজনে বা অফিসিয়াল কাজে --
INDICA, INDIGO,
SWIFT DZIRE, TATA SUMO,
SCORPIO, TAVERA, INNOVA সহ
সবরকম AC ও NON AC গাড়ি ভাড়া পাওয়া যায়।
যোগাযোগ: 9830882256

Printed & Published by Rajat Ghosh on behalf of owner Ballygunge Jagadbandhu Institution Alumni Association, Printed at Print Gallery, 189F/2 Kasba Rd, Kolkata - 42. 24 Pgs(S). Published at 25, Fern Rd, Kolkata-700 019. Editor's Name : Rajat Ghosh. Address 2L, Garcha 1st Lane, Kolkata-700 019.